রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বুধবার, ফেব্রুয়ারি ৪, ১৯৯৮

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সংস্থাপন মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ১৯শে মাঘ ১৪০৪ বাং/১লা ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮ ইং

এস, আর, ও, নং ১৪-আইন/৯৮—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৩৩ অনুচ্ছেদের শর্তাংশে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে রাষ্ট্রপতি, উক্ত সংবিধানের ১৪০(২) অনুচ্ছেদের বিধান মোতাবেক বাংলাদেশ সরকারী কর্মকমিশনের সহিত পরামর্শক্রমে এবং এতদসংক্রান্ত সকল বিধি বাতিলক্রমে, নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিলেন, যথা—

১। **শিরোনাম**।—এই বিধিমালা সংস্থাপন মন্ত্রণালয় (সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা অনুবিভাগ কর্মকর্তা ও কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ১৯৯৭ নামে অভিহিত হইবে।

২। **সংজ্ঞা**।—বিষয় কিংবা প্রসংগের পরিপন্থী কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়—

(ক) "কমিশন" অর্থ বাংলাদেশ সরকারী কর্মকমিশন;

(খ) "তফসিল" অর্থ এই বিধিমালার সহিত সংযোজিত তফসিল;

(গ) "নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ" অর্থ সরকার এবং কোন পদ অথবা পদশ্রেণীর নিয়োগের ব্যাপারে সরকার কর্তৃক ক্ষমতা প্রদত্ত যে কোন কর্মকর্তা;

(ঘ) "পদ" অর্থ তফসিলে উল্লিখিত কোন পদ;

(ঙ) "প্রয়োজনীয় যোগ্যতা" অর্থ তফসিলে উল্লিখিত যোগ্যতা;

(চ) "বাছাই কমিটি" অর্থ এই বিধিমালার এতদুদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক গঠিত বাছাই কমিটি;

(ছ) "শিক্ষানবিস" অর্থ কোন পদে শিক্ষানবিস হিসাবে নিযুক্ত কোন ব্যক্তি; এবং

(জ) "স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয়" বা "স্বীকৃত বোর্ড" অর্থ আপাততঃ বলবৎ কোন আইন দ্বারা বা আইনের অধীনে প্রতিষ্ঠিত কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা বোর্ড এবং এই বিধি-

মূল্য : টাকা ২.০০

মালার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে কমিশনের সহিত পরামর্শক্রমে সরকার কর্তৃক অনুমোদিত বলিয়া ঘোষিত অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা বোর্ড।

৩। **নিয়োগ পদ্ধতি।**—তফসিলে বর্ণিত বিধান সাপেক্ষে এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২৯(৩) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সংরক্ষণ সংক্রান্ত নির্দেশাবলী সাপেক্ষে কোন পদে নিম্নবর্ণিত পদ্ধতিতে নিয়োগ করা হইবে, যথা ঃ—

(ক) সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে;

(খ) পদোন্নতির মাধ্যমে; এবং

(গ) প্রেষণে বদলীর মাধ্যমে।

(২) কোন ব্যক্তিকে কোন পদে নিয়োগ করা যাইবে না যদি তজ্জন্য তাহার প্রয়োজনীয় যোগ্যতা না থাকে এবং সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে, তাহার বয়স উক্ত পদের জন্য তফসিলে বর্ণিত বয়সসীমার মধ্যে না হয় ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কোন ব্যক্তিকে কোন পদে এডহক ভিত্তিতে এই বিধিমালা প্রণয়নের পূর্বে নিয়োগ করা হইয়া থাকিলে, উক্ত পদে অব্যাহতভাবে নিযুক্ত থাকাকালীন কার্যকালের জন্য তাহার সর্বোচ্চ বয়সসীমা শিথিল করা হইবে।

৪। **সরাসরি নিয়োগ।**—(১) কমিশনের সুপারিশ ব্যতিরেকে কমিশনের আওতাভুক্ত কোন পদে কোন ব্যক্তিকে সরাসরি নিয়োগ করা যাইবে না।

(২) কমিশনের আওতা বহির্ভূত কোন পদে বাছাই কমিটির সুপারিশ ব্যতিরেকে সরাসরি নিয়োগ করা যাইবে না।

(৩) কোন পদে সরাসরি নিয়োগের জন্য কোন ব্যক্তি যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবেন না, যদি তিনি—

(ক) বাংলাদেশের নাগরিক না হন, অথবা বাংলাদেশের স্থায়ী বাসিন্দা না হন, অথবা বাংলাদেশে ডমিসাইল না হন; অথবা

(খ) এমন কোন ব্যক্তিকে বিবাহ করেন অথবা বিবাহ করিবার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হন যিনি বাংলাদেশের নাগরিক নহেন।

(৪) কোন পদে সরাসরি নিয়োগ করা হইবে না, যদি না—

(ক) নিয়োগের জন্য বাছাইকৃত ব্যক্তির স্বাস্থ্য পরীক্ষার উদ্দেশ্যে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কর্তৃক গঠিত মেডিকেল বোর্ড অথবা, ক্ষেত্র বিশেষে, মহাপরিচালক কর্তৃক মনোনীত কোন মেডিকেল অফিসার এই মর্মে প্রত্যায়ন করেন যে, উক্ত ব্যক্তি স্বাস্থ্যগতভাবে অনুরূপ পদে নিয়োগযোগ্য এবং তিনি এইরূপ কোন দৈহিক বৈকল্যে ভুগিতেছেন না যাহা সংশ্লিষ্ট পদের দায়িত্ব পালনে ব্যাঘাত সৃষ্টি করিতে পারে; এবং

(খ) এইরূপ বাছাইকৃত ব্যক্তির পূর্ব কার্যকলাপ যথাযোগ্য এজেন্সীর মাধ্যমে তদন্ত হইয়া থাকে ও তদন্তের ফলে দেখা যায় যে, প্রজাতন্ত্রের চাকুরীতে নিযুক্তির জন্য তিনি অনুপযুক্ত নহেন।

(৫) কোন ব্যক্তিকে কোন পদে নিয়োগের জন্য সুপারিশ করা হইবে না, যদি তিনি—

(ক) উক্ত পদের জন্য কমিশন বা নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দরখাস্ত আহবানের বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত ফিসহ যথাযথ ফরমে ও নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে দরখাস্ত দাখিল না করেন; এবং

(খ) সরকারী কিংবা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের চাকুরীতে নিয়োজিত থাকার ক্ষেত্রে স্বীয় ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে দরখাস্ত দাখিল না করেন।

৫। **পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগ।**—(১) বাছাই কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে কোন পদে পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগ করা হইবে :

তবে শর্ত থাকে যে, ৩য় শ্রেণী হইতে ২য় শ্রেণী এবং ৩য় বা ২য় শ্রেণী হইতে ১ম শ্রেণীর পদে কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগ করা যাইবে।

(২) যদি কোন ব্যক্তির চাকুরীর বৃত্তান্ত সন্তোষজনক না হয় তাহা হইলে তিনি কোন পদে পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগের জন্য যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবেন না।

৬। **শিক্ষানবিসি।**—(১) স্থায়ী কোন শূন্য পদে নিয়োগের জন্য বাছাইকৃত ব্যক্তিকে শিক্ষানবিসি স্তরে—

(ক) সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে, নিয়োগের তারিখ হইতে দুই বৎসরের জন্য নিয়োগ করা হইবে; এবং

(খ) পদোন্নতির ক্ষেত্রে, নিয়োগের তারিখ হইতে এক বৎসরের জন্য নিয়োগ করা হইবে :

তবে শর্ত থাকে যে, নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া শিক্ষানবিসির মেয়াদ এইরূপে বৃদ্ধি করিতে পারিবে যাহাতে বর্ধিত মেয়াদ সর্বসাকুল্যে দুই বৎসরের অধিক না হয়।

(২) যে ক্ষেত্রে কোন শিক্ষানবিসের শিক্ষানবিসির মেয়াদ চলাকালে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ মনে করে যে তাহার আচরণ ও কর্ম সন্তোষজনক নহে, কিংবা তাহার কর্মদক্ষ হওয়ার সম্ভাবনা নাই সেইক্ষেত্রে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ—

(ক) সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে, শিক্ষানবিসের চাকুরীর অবসান ঘটাইতে পারিবে, এবং

(খ) পদোন্নতির ক্ষেত্রে, তাহাকে যে পদ হইতে পদোন্নতি দেওয়া হইয়াছিল সেই পদে প্রত্যাবর্তন করাইতে পারিবে।

(৩) শিক্ষানবিসের মেয়াদ, বর্ধিত মেয়াদ থাকিলে তাহাসহ, সম্পূর্ণ হওয়ার পর নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ যদি—

(ক) এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, শিক্ষানবিসির মেয়াদ চলাকালে কোন শিক্ষানবিসের আচরণ ও কর্ম সন্তোষজনক ছিল, তাহা হইলে উপ-বিধি (৪) এর বিধান সাপেক্ষে তাহাকে চাকুরীতে স্থায়ী করিবে; এবং

(খ) মনে করে যে, উক্ত মেয়াদ চলাকালে শিক্ষানবিসের আচরণ ও কর্ম সন্তোষজনক ছিল না, তাহা হইলে উক্ত কর্তৃপক্ষ—

(অ) সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে, তাহার চাকুরীর অবসান ঘটাইতে পারিবে; এবং

(আ) পদোন্নতির ক্ষেত্রে তাহাকে যে পদ হইতে পদোন্নতি দেওয়া হইয়াছিল সেই পদে প্রত্যাবর্তন করাইতে পারিবে।

(৪) কোন শিক্ষানবিসকে কোন পদে স্থায়ী করা হইবে না যতক্ষণ না সরকারী আদেশবলে সময় সময় যে পরীক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়, সেই পরীক্ষায় তিনি উত্তীর্ণ হন এবং প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।

তফসিল

বিধি ২(খ) দ্রষ্টব্য

ক্রমিক নং।	পদের নাম	সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে বয়সসীমা।	নিয়োগের পদ্ধতি	যোগ্যতা
১	২	৩	৪	৫
১।	সিনিয়র এসাইনমেন্ট অফিসার।	..	৬৬% এসাইনমেন্ট অফিসারদের মধ্য হইতে পদোন্নতির মাধ্যমে; এবং	পদোন্নতির ক্ষেত্রে: ফিডার পদে অনূন ৫ (পাঁচ) বৎসরের চাকুরী।
			৩৪% বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের সমবেতন স্কেলের কর্মকর্তাগণের মধ্য হইতে প্রেষণে বদলীর মাধ্যমে।	..
২।	এসাইনমেন্ট অফিসার	অনূর্ধ্ব ৩০ বৎসর	৫০% রিসার্চ এসিষ্ট্যান্ট এবং ইনভেষ্টিগেটরদের মধ্য হইতে পদোন্নতির মাধ্যমে; এবং	পদোন্নতির ক্ষেত্রে: ফিডার পদে অনূন ১০ (দশ) বৎসরের চাকুরী।
			৫০% সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে: কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অনূন প্রথম শ্রেণীর স্নাতকোত্তর ডিগ্রী অথবা দ্বিতীয় শ্রেণীর সম্মানসহ দ্বিতীয় শ্রেণীর স্নাতকোত্তর ডিগ্রী।

৩। রিসার্চ এসিষ্ট্যান্ট/ ইনভেষ্টিগেটর।	অনূর্ধ্ব ৩০ বৎসর	কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে দ্বিতীয় শ্রেণীর স্নাতক ডিগ্রী অথবা স্নাতকোত্তর ডিগ্রী। গবেষণা ও পরীক্ষা কাজে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে
ডঃ শাহ্ মোহাম্মদ ফরিদ
সচিব।

মুহাম্মদ রবিউল ইসলাম, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত
বিমান বিহারী দাস, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরমস্ ও প্রকাশনী অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।